ইসলামী ঐতিহ্য সংরক্ষণ সংস্থা
বাংলাদেশ অফিস

جمعية إحياء التراث الإسلامي
مكتب بنغلاديش

প্রত্যেক মুসলমানের যেসব বিষয়
জানা ওয়াজিব

মূল ঃ
শায়খ মুহাম্মদ বিন সুলায়মান আত্-তামীমী (রঃ)

অনুবাদ ঃ মুহাম্মদ সাইফুল্লাহ
সম্পাদনা ঃ আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম

অর্থায়ন ও প্রকাশনায় ঃ
ইসলামী ঐতিহ্য সংরক্ষণ সংস্থা
বাংলাদেশ অফিস

বিনা মূল্যে বিতরণের জন্য, বিক্রয় নিষিদ্ধ।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

যে তিনটি মূলনীতি প্রত্যেক মুসলমান নর নারীর জানা ওয়াজিব-অপরিহার্য

বান্দার তার প্রভুকে, দ্বীনকে এবং নবী মুহাম্মাদকে (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চেনা। আপনাকে যদি বলা হয়, কে আপনার প্রভু ? তাহলে বলুন, আমার প্রভু আল্লাহ যিনি আমাকে এবং সমগ্র বিশ্বকে তাঁর নিয়ামাত দিয়ে প্রতিপালন করছেন। তিনি আমার উপাস্য। তিনি ছাড়া আমার আর কোন উপাস্য নেই। আপনাকে যদি বলা হয়, আপনার দ্বীন (ধর্ম বা জীবন ব্যবস্থা) কি ? তাহলে বলুন, আমার দ্বীন ইসলাম। ইসলাম হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলাকে এক জেনে, তাঁর আনুগত্য করে এবং শির্‌ক (বহু প্রভুবাদ) ও মুশরিক (বহু প্রভুবাদী) থেকে মুক্ত হয়ে তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করা। আপনাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, আপনার নবী কে ? তাহলে বলুন, মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব বিন হাশিম। হাশিম কুরাইশ থেকে উদ্ভূত। কুরাইশ আরব থেকে উদ্ভূত। আরব ইসমাঈল বিন ইবরাহীম আল খলীলের বংশ থেকে উদ্ভূত। তাঁদের প্রতি এবং আমাদের নবীর প্রতি দয়া ও শান্তি বর্ষিত হোক।

দ্বীনের মূলনীতি দু'টি বিষয় ঃ

প্রথমতঃ একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের নির্দেশ দেয়া যার কোন অংশীদার নেই। এ বিষয়ে মানুষকে উৎসাহিত করা। এ নীতির ভিত্তিতেই মৈত্রী স্থাপন করা। এটির বর্জনকারীকে কাফির বলে আখ্যায়িত করা।

দ্বিতীয়তঃ আল্লাহর ইবাদতে শিরকের বিষয়ে ভয় প্রদর্শন করা। এ ব্যাপারে কঠোরতা আরোপ করা। এ নীতির ভিত্তিতে বৈরীতা স্থাপন করা। যে ব্যক্তি শির্‌ক করে তাকে কাফির বলে আখ্যায়িত করা।

"লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর শর্তমালা"

প্রথম ঃ নেতিবাচক ও ইতিবাচক উভয় দিক থেকে তার অর্থ জানা।

দ্বিতীয় ঃ দৃঢ় বিশ্বাস– কালিমাহ্‌কে এমন পরিপূর্ণভাবে জানা যাতে সংশয়-সন্দেহ না থাকে।

তৃতীয় ঃ এমন নিখাদচিত্ত হওয়া যা শিরকের পরিপন্থী।

চতুর্থ ঃ এমন সত্যবাদিতা যা মিথ্যার পরিপন্থী, নিফাক-কপটতার প্রতিবন্ধক।

পঞ্চম ঃ এ কালিমাহ্‌ ও তার নির্দেশিত বিষয়কে (আল্লাহ ও তদীয় রসূল এবং তাঁদের আদেশ ও নিষেধকে) ভালবাসা এবং এতে সন্তুষ্ট থাকা।

ষষ্ঠ ঃ এ কালিমার অধিকার সমূহের প্রতি অনুগত হওয়া। অর্থাৎ আল্লাহর জন্যে মনকে নিষ্কলুষ করে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ওয়াজিব কাজসমূহ সম্পন্ন করা।

সপ্তম ঃ এমনভাবে গ্রহণ করা যা প্রত্যাখ্যানের পরিপন্থী।

আল্লাহর গ্রন্থ এবং তাঁর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুন্নাহ থেকে এ সকল শর্তের প্রমাণপঞ্জী ঃ

ইল্‌ম বা জানার প্রমাণ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ (سورة محمد : ١٩)

অর্থ ঃ অতএব জেনে রাখ, আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্যিকার উপাস্য নেই।" (সূরাহ মুহাম্মাদ ঃ ১৯)

আরো আল্লাহর বাণী ঃ

إِلاَّ مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (الزخرف : ٨٦)

অর্থ ঃ "তবে যারা সজ্ঞানে সত্যের সাক্ষ্য দেয়।" অর্থাৎ "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" কালিমাহ্‌র সাক্ষ্য। আর তারা মুখে যা বলে সেটি অন্তর দিয়ে জানে।"

সুন্নাহ্ থেকে প্রমাণ ঃ উছমান (রাঃ) থেকে বিশুদ্ধ হাদীছ রয়েছে, তিনি বলেছেন, আল্লাহর রাসূল (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

« مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَآ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ» (رواه مسلم)

অর্থ ঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্যিকার উপাস্য নেই জেনে মারা যাবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (মুসলিম বর্ণনা করেছেন)

দৃঢ় বিশ্বাসের প্রমাণ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ

« إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ آمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجَاهَدُوْا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أُولٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُوْنَ» (الحجرات : ١٥)

অর্থ ঃ "ঈমানদার তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে। এরপর সন্দেহ পোষণ করেনি। আর সম্পদ ও প্রাণ দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে। বস্তুতঃ তারাই সত্য পরায়ণ। (হুজুরাত ঃ ১৫)

আল্লাহ ও তদীয় রাসূল (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি তাদের সত্যিকার ঈমানের ক্ষেত্রে সন্দেহ পোষণ না করাকে শর্ত করা হয়েছে। অতএব, যে ব্যক্তি সন্দেহ পোষণ করে সে মুনাফিকদের অন্তর্ভুক্ত।

সুন্নাহ্ থেকে প্রমাণ ঃ হযরত আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বিশুদ্ধ হাদীছে রয়েছে, তিনি বলেছেন, আল্লাহর রাসূল (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

« أشهد أن لا إله إلا اللّٰه وأني رسول اللّٰه لا يلقى اللّٰه بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة» (رواه مسلم)

অর্থ ঃ "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্যিকার উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল। যে বান্দাই সন্দেহমুক্ত অবস্থায় এদু'টি (সাক্ষ্য) নিয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (মুসলিম বর্ণনা করেছেন)

হযরত আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হতে একটি দীর্ঘ হাদীছে বর্ণিত।

« من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنًا بها قلبه فبشره بالجنة» (رواه مسلم)

অর্থ ঃ "এ দেয়ালের পেছনে সর্বান্তকরণে আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্যিকার উপাস্য নেই বলে সাক্ষ্যদানকারী যে ব্যক্তির সাথেই তোমার দেখা হয় তাকেই জান্নাতের সুসংবাদ দাও।" (মুসলিম বর্ণনা করেছেন)

ইখলাছ বা নিখাদচিত্ততার প্রমাণ ঃ

আল্লাহর বাণী ঃ « أَلاَ لِلَّهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ (الزمر : ٣)»

অর্থ ঃ "জেনে রাখ আল্লাহর জন্যই নির্ভেজাল দ্বীন।

আল্লাহর বাণী ঃ

« وَمَا أُمِرُوْا إِلاَّ لِيَعْبُدُوْا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَاءَ» (البينة : ٥)

অর্থ ঃ "তাদেরকে নির্ভেজালচিত্তে শুধু আল্লাহর ইবাদত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।" (বাইয়িনাহ্ ঃ ৫)

সুন্নাহ্ থেকে প্রমাণ ঃ

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : «أسعدالناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه او نفسه» (رواه البخاري)

বিশুদ্ধ হাদীছে হযরত আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। মহানবী

(ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "আমার সুপারিশ লাভে সবচেয়ে ধন্য ব্যক্তি হচ্ছে সে যে নিখাদ মনে অথবা প্রাণে বলে আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্যিকার উপাস্য নেই।" (বুখারী বর্ণনা করেছেন)

«وعن عتبان بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال : «إن الله حرّم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذالك وجه الله عزّ وجلّ» (متفق عليه)

"নিশ্চয় আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে জাহান্নামের জন্যে হারাম করে দিয়েছেন যে বলে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্যিকার উপাস্য নেই। এর দ্বারা সে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে চায়।" (বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন)

وعن النبي صلى الله عليه وسلم «من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كلّ شيئ قدير مخلصًا بها قلبه يصدق بها لسانه إلا فتق الله لها السماء فتقا حتى ينظر إلى قائلها من أهل الأرض وحق لعبد نظر الله إليه أن يعطيه سؤاله» (رواه النسائي في عمل اليوم والليلة)

ইমাম নাসাঈর আমালুল ইয়াউম ওয়াল্লায়লাহ গ্রন্থে দু'জন সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীছে রয়েছে, মহানবী (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি একনিষ্ঠভাবে পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে বলে আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্যিকার উপাস্য নেই, তাঁর কোন অংশীদার নেই, সাম্রাজ্য তাঁরই, সকল প্রশংসা তাঁরই, তিনি সর্ব বিষয়ে শক্তিমান-আল্লাহ এর জন্যে আকাশকে বিদীর্ণ করে পৃথিবীবাসীদের মধ্যে যে এ কথা বলেছে তাকে দেখেন। আর যে বান্দার প্রতি আল্লাহ দৃষ্টিপাত করেন তার অধিকার হচ্ছে

তার প্রার্থনা মঞ্জুর হওয়া।

সত্যবাদিতার প্রমাণ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ

« الٓمّٓ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوْا أَنْ يَّقُوْلُوْا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ - وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِيْنَ»

(العنكبوت : ١-٣)

অর্থ ঃ "আলিফ লাম মীম। মানুষ কি ধারণা করেছে যে তারা ঈমান এনেছি বললেই তাদের ছেড়ে দেয়া হবে, তাদের পরীক্ষা করা হবে না। আমি পূর্ববর্তী লোকদের পরীক্ষা করেছি। আল্লাহ অবশ্যই জেনে নিবেন কারা সত্যবাদী আর কারা মিথ্যাবাদী।" (আনকাবূত ঃ ১-৩)

«وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَاهُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ - يُخَادِعُوْنَ اللهَ وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا وَمَا يَخْدَعُوْنَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ - فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ»

(البقرة : ٨-١٠)

অর্থ ঃ "কিছু লোকে বলে, আমরা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান এনেছি, অথচ তারা ঈমানদার নয়। তারা আল্লাহ ও ঈমানদারদের ধোঁকা দেয়। বস্তুত তারা নিজেদেরই ধোঁকা দেয় কিন্তু তাদের অনুভূতি নেই। তাদের মনে ব্যাধি আছে এরপর আল্লাহ তাদের ব্যাধিকে বাড়িয়ে দিয়েছেন। আর মিথ্যা প্রতিপন্ন করার ফলে তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।" (বাকারা ঃ ৮–১০)

সুন্নাহ্ থেকে প্রমাণ ঃ

عن معاذ بن جبل رضى الله عنه – عن النبي – صلى الله عليه

وسلم «ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار» (اخرجه الشيخان)

অর্থ ঃ বুখারী ও মুসলিমে মুয়ায বিন জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত, মহানবী (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তিই মনের বিশ্বাস নিয়ে এ মর্মে সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্যিকার উপাস্য নেই আল্লাহ তাকেই জাহান্নামের জন্য হারাম করে দিবেন।

(বুখারী ও মুসলিম)

ভালবাসার প্রমাণ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ

« وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللهِ أَنْدَادًا يُحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللهِ وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا أَشَدُّ حُبًّا لِلّٰهِ» (البقرة : ١٦٥)

অর্থ ঃ "কিছু লোক আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যদের অংশীদার বানিয়ে নেয় যাদের তারা আল্লাহকে ভালবাসার মত করে ভালবাসে। আর যারা ঈমানদার তারা আল্লাহকে সবচে বেশী ভালবাসে।" আল্লাহর বাণী ঃ

« يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَسَوْفَ يَأْتِيْ اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّوْنَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِيْنَ يُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَلَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَائِمٍ» (المائدة : ٥٤)

অর্থ ঃ "হে ঈমানদারগণ, তোমাদের মধ্য হতে যে ব্যক্তি নিজের দ্বীন হতে বিচ্যুত হবে আল্লাহ (তদস্থলে) এমন এক জাতিকে নিয়ে আসবেন যাদের তিনি ভাল বাসবেন এবং তারাও তাঁকে ভালবাসবে। তারা মু'মিনদের ক্ষেত্রে কোমল এবং কাফিরদের ক্ষেত্রে কঠোর। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় পায় না।"

(সূরাহ মায়িদাহ্ ঃ ৫৪)

সুন্নাহ্ থেকে প্রমাণ ঃ

عن أنس رضى الله عنه – قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار» (متفق عليه)

অর্থ ঃ বিশুদ্ধ হাদীসে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আল্লাহর রাসূল (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যার মধ্যে তিনটি গুণ আছে সে ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করেছে ঃ আল্লাহ এবং তদীয় রাসূল তার নিকট সবার চেয়ে প্রিয় হবে। সে মানুষকে একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই ভালবাসবে এবং আল্লাহ কর্তৃক কুফরী থেকে রক্ষা পাওয়ার পর সে তাতে ফিরে যাওয়াকে এমনভাবে ঘৃণা করে যেমন আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে ঘৃণা করে।" (বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন)

আনুগত্যের প্রমাণ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ

«وَأَنِيبُوٓا۟ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا۟ لَهُۥ مِن قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون» (الزمر : ٥٤)

অর্থ ঃ "আর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন কর এবং তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ কর আযাব আসার পূর্বেই, এসে গেলে সাহায্য প্রাপ্ত হবে না" (যুমার ঃ ৫৪)

আল্লাহর বাণী ঃ

«وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُۥ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ» (النساء : ١٢٥)

অর্থ ঃ "আর এ ব্যক্তির চেয়ে কার দ্বীন বেশী উত্তম যে নিজেকে

আল্লাহর নিকট সমর্পণ করেছে এবং সে সৎকাজ করে।"

আল্লাহর বাণী ঃ

وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى

অর্থ ঃ "যে ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহর নিকট সমর্পণ করে এবং ভাল কাজ করে সে সুদৃঢ় হাতলকে ধারণ করল।"

আল্লাহর বাণী ঃ

«فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا» (النساء : ٦٥)

অর্থ ঃ "তোমার প্রভুর শপথ, তারা প্রকৃত ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ তারা তাদের দ্বন্দ্বমুখর বিষয়ে তোমার ফায়সালা মেনে না নিবে অতঃপর তারা তোমার বিচারে কোন দ্বিধা-সংকোচ না করে পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করবে।" (সূরাহ নিসা ঃ ৬৫)

সুন্নাহ থেকে প্রমাণ ঃ নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী ঃ

لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به (ذكره النووي في الاربعين وعزاه إلى كتاب الحجة وصحح اسناده)

অর্থ ঃ "তোমাদের কেউ প্রকৃত ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না তার প্রবৃত্তি আমার আনীত বিষয়ের অনুগত হবে।" (ইমাম নববী তার চল্লিশ হাদীছে[১] উল্লেখ করেছেন এবং কিতাবুল হুজ্জাহর উদ্ধৃতি দিয়ে তার সনদকে ছহীহ বলেছেন।

এটিই হচ্ছে পরিপূর্ণ আনুগত্য।

---

(১) কিন্তু অনেক হাদীছ সমালোচক এর সনদকে দুর্বল বলেছেন। দেখুন মিশকাতুল মাছাবীহ, তাহক্বীক আলবানী (কিতাবুল ঈমান)

গ্রহণের প্রমাণ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ

«وَكَذٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ إِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوْهَا إِنَّا وَجَدْنَا اٰبَآءَنَا عَلٰى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلٰى اٰثَارِهِمْ مُّقْتَدُوْنَ – قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدٰى مِمَّا وَجَدْتُّمْ عَلَيْهِ اٰبَآءَكُمْ قَالُوْا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُوْنَ – فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ » (الزخرف : ٢٣-٢٥)

অর্থ ঃ "এমনিভাবে যখনই আমি কোন জনপদে কোন ভীতি প্রদর্শনকারীকে পাঠিয়েছি তখনই সেখানকার অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা বলেছে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের এক ধর্মে পেয়েছি আর আমরা তাদের পদাংক অনুসরণকারী।" সে (ভীতি প্রদর্শনকারী) বলেছে, তোমরা তোমাদের পূর্ব পুরুষদের যে দ্বীনে পেয়েছ আমি যদি তোমাদের নিকট তার চেয়েও বেশী হেদায়েতপূর্ণ দ্বীন এনে থাকি তখন তারা বলেছে তোমাদের নিকট প্রেরিত বিষয়কে আমরা অস্বীকার করি। আমি তাদের প্রতিশোধ নিয়েছি। দেখ, মিথ্যা আরোপকারীদের পরিণতি কিরূপ হয়েছে।" (সূরাহ যুখরুফ ২৩-২৫)

আল্লাহর বাণী ঃ

إِنَّهُمْ كَانُوْا إِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَآ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ يَسْتَكْبِرُوْنَ * وَيَقُوْلُوْنَ أَئِنَّا لَتَارِكُوْا اٰلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُوْنٍ (الصافات : ٣٥-٣٦)

অর্থ ঃ "যখন তাদের বলা হয় একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কোন প্রকৃত উপাস্য নেই তখন তারা অহংকারে ফেটে পড়ে। আর বলে আমরা কি একজন পাগল কবির জন্যে আমাদের উপাস্যদিগকে ছেড়ে দিব ?" (সূরাহ ছাফ্‌ফাত ৩৫-৩৬)

সুন্নাহ্ থেকে প্রমাণ ঃ

عن أبي موسى رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرْضاً فكان منها نقية قبلت الماء فانبتت الكلاء والعشب الكثير وكانت مِنها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلَم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به» (متفق عليه)

অর্থ ঃ বিশুদ্ধ হাদীছে আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত। মহানবী (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ আমাকে যে হেদায়েত ও ইলম দিয়ে পাঠিয়েছেন সেটি প্রবল বর্ষণের মতো। যে ভূমি পরিষ্কার ও উর্বর সেটি ঐ বৃষ্টির পানি গ্রহণ করে প্রচুর ঘাস ও শস্য উৎপন্ন করে থাকে। আর যে ভূমি শক্ত তা ঐ পানিকে ধরে রাখে, তা দিয়ে আল্লাহ মানব জাতির কল্যাণ সাধন করেন। তারা নিজেরা সে পানি পান করে, পশু পালকে পান করায় এবং সেচ প্রকল্পের মধ্য দিয়ে ফসল উৎপন্ন করে থাকে। এর মধ্যে অন্য প্রকার অনুর্বর ভূমি রয়েছে যা বৃষ্টির পানি ধরে রাখতে পারে না। ঘাসও উৎপন্ন করতে পারে না। এটিই হচ্ছে সে ব্যক্তির দৃষ্টান্ত যে আল্লাহর দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করে এবং আল্লাহ তাকে আমার সঙ্গে প্রেরিত বস্তুর মাধ্যমে উপকৃত করেন ফলে তা নিজে শিক্ষা করে এবং অন্যাকে শিক্ষা দেয়। আর ঐ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত যে সেটির দিকে মাথা উঠিয়ে দৃষ্টিপাত করে না এবং আমাকে আল্লাহর যে হেদায়েত দিয়ে পাঠানো হয়েছে তা গ্রহণ করে না।" (হাদীছটি বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন)

ইসলাম বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ

জেনে রাখুন, ইসলাম বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ দশটি ঃ

প্রথম ঃ আল্লাহর ইবাদতে শির্ক করা। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ (النساء : ٤٨)

অর্থ ঃ "নিশ্চয় আল্লাহ শিরকের অপরাধ ক্ষমা করেন না কিন্তু এর চেয়ে নিম্নপর্যায়ের অপরাধ যাকে ইচ্ছে ক্ষমা করেন।" (সূরাহ নিসা ঃ ৪৮)

তিনি আরও বলেছেন,

إِنَّهُ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ أَنْصَارٍ (المائده : ٧٢)

অর্থ ঃ " নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শির্ক করবে আল্লাহ তার জন্যে জান্নাতকে হারাম করে দিবেন আর তার আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম। আর যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই।" (সূরাহ মায়েদাহ ঃ ৭২)

শির্কের মধ্যে রয়েছে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর উদ্দেশ্যে পশু জবাই করা। যেমন জ্বিন অথবা কবরের উদ্দেশ্যে পশু জবাই করা।(১)

---

(১) আল্লাহ বলেন, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (الكوثر : ٢)

অর্থ ঃ তোমার প্রতিপালকের জন্য ছলাত আদায় কর এবং কুরবানী কর। (সূরাহ কাওছার-২)

রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

لعن الله من ذبح لغير الله (رواه مسلم)

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত আর কারো জন্য পশু যবেহ করে তার প্রতি আল্লাহ অভিশম্পাত করেছেন। (মুসলিম)

সুতরাং এ পশু জবাই বা কুরবানী যদি কোন ব্যক্তি ও বস্তুর উদ্দেশ্যে করা হয়ে থাকে তবে তা বড় শির্ক বলে গণ্য হবে।

দ্বিতীয় ঃ যে ব্যক্তি নিজের মধ্যে এবং আল্লাহর মধ্যে মাধ্যম সাব্যস্ত করল, তাদের ডাকল, সুপারিশ কামনা করল, তাদের উপর ভরসা করল

অনুরূপভাবে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকট প্রার্থনা করা, সাহায্য চাওয়া, কাউকে ভয় করা, অন্যের উপর ভরসা করা, অন্যের উদ্দেশ্যে মানত-মানসা করা, অন্যকে উপকার ও অপকারের মালিক মনে করা, আল্লাহর যেমন ক্ষমতা, আরো কারো এরূপ ক্ষমতা রয়েছে বিশ্বাস করা ইত্যাদি সবই শির্ক। উল্লেখিত বিষয়গুলির দলীল নিম্নরূপ ঃ

আল্লাহ বলেন, « وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله احداء (سورة الجن : ١٨)

"আর নিশ্চয় মসজিদসমূহ আল্লাহর জন্য, সুতরাং তার সাথে আর কাউকেও আহ্বান করোনা। (সূরাহ্ জ্বিন ঃ ১০)

আল্লাহ আরো বলেন ঃ « قل إنما ادعو ربي ولا اشرك به احداء (الجن : ٢٠)

"বলুন ঃ শুধু আমার প্রতিপালকের নিকটেই প্রার্থনা করি আর তার সাথে কাউকেও শরীক করিনা। (সূরাহ্ জ্বিন ঃ ২০)

রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

« الدعاء هو العبادة» (صحيح ابي داود ١٣٢٩)

"দু'আই হচ্ছে ইবাদাত। (ছহীহ আবূ দাউদ ১৩২৯)

সুতরাং দু'আ বা প্রার্থনা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকট করা যাবে না।

আল্লাহ বলেন ঃ إياك نعبد وإياك نستعين "আমরা শুধু তোমারই ইবাদাত করি এবং শুধু তোমারই সাহায্য চাই।

রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

« إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» (رواه احمد والترمذي)

"যখন কিছু চাইবে আল্লাহর নিকট চাইবে এবং যখন সাহায্য ভিক্ষা করবে তখন একমাত্র আল্লাহর নিকট সাহায্য ভিক্ষা করবে। (হাদীছটি ইমাম আহমাদ ও তিরমিযী বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ বলেন ঃ

فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين (آل عمران : ١٧٥)

"খবরদার! তোমরা তাদেরকে ভয় করবে না, আমাকে ভয় করবে যদি তোমরা

সে সকলের ঐক্যমতে কুফরী করন। (১)

মু'মিন হও। (আলু ইমরান ঃ ১৭৫)

আল্লাহ বলেন ঃ (المائدة : ٢٣) «وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين»

"আর শুধু আল্লাহর উপরই ভরসা কর যদি মু'মিন হয়ে থাক। (সূরাহ্ মায়েদাহ্ ঃ ২৩)

আল্লাহ বলেন ঃ «وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذرفان الله يعلمه وما للظالمين من أنصار» (البقرة : ٢٧٠)

"আর তোমরা যা ব্যয় কর অথবা মান্নত কর, নিশ্চয় আল্লাহ তা জানেন, আর স্বেচ্ছাচারীদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই। (বাক্বারাহ ঃ ২৭০)

আল্লাহ বলেন ঃ

«إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فلا راد لفضله» (يونس : ١٠٧)

"আল্লাহ যদি তোমাকে কোন বিপদে আক্রান্ত করেন তাহলে তিনি ব্যতীত কেউ নেই তা অপসারণকারী, আর যদি তিনি তোমাকে কল্যাণ দানে ধন্য করেন তাহলে কেউ নেই তার অনুগ্রহ ফিরাবার।" (সূরাহ ইউনুস ঃ ১০৭) (সম্পাদক)

(১) দলীল ঃ আল্লাহ বলেন,

«ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هولاء شفعاء عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السموات ولا في الأرض سبحان الله تعلى عما يشركون» (يونس : ١٨)

"আর তারা আল্লাহ ব্যতীত (অনেক বিষয়ে) এমন ব্যক্তি ও বস্তুর উপাসনা করে যারা তাদের ক্ষতিও করতে পারেনা, উপকারও করতে পারে না ? তারা বলে ওরা আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী, বলুন, তোমরা কি আল্লাহকে আসমানসমূহ ও যমীনের মধ্যেকার এমন সংবাদ দিতেছ যা তিনি জানেন না, আল্লাহ মহা পবিত্র এবং যার সঙ্গে তারা শরীক স্থাপন করে তার থেকে তিনি উর্ধে। (সূরাহ ইউনুস ঃ ১৮)

আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ

«والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى» (الزمر : ٣)

তৃতীয় ঃ যে ব্যক্তি মুশরিকদের কাফির মনে করে না অথবা তাদের কাফির হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ করে অথবা তাদের ধর্মকে সঠিক মনে করে সে কুফরী করল।[১]

চতুর্থ ঃ যে ব্যক্তি মনে করে যে, অন্যের হেদায়েত (পথ নির্দেশনা) নবীর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হেদায়াতের চেয়ে পরিপূর্ণ অথবা তার বিধান নবীর বিধানের চেয়ে উত্তম। উদাহরণ স্বরূপ যে ব্যক্তি তাগুতের বিধানকে নবীর বিধানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করে সে কাফির ।[২]

"আর যারা তাঁকে ব্যতীত অলী আউলিয়া ধারণ করেছে (এবং প্রার্থনা ও মান্নত মানসা ইত্যাদি ইবাদত সাব্যস্ত করে) তারা বলে আমরা তাদের উপাসনা করি শুধু এই উদ্দেশ্যে যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌছিয়ে দিবে। (সূরাহ্ যুমার ঃ ৩) (সম্পাদক)

(১) দলীল ঃ আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম নবীর আদর্শ সম্পর্কে বলেন ঃ

« قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين امنوا معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم ودأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده» (الممتحنة : ٤)

"নিশ্চয় ইবরাহীম এবং যারা তার সাথে ঈমান এনেছে তাদের মাঝে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে। যখন তাঁরা তাঁদের সজাতিকে বলেছিলেন, নিশ্চয় আমরা তোমাদের থেকে এবং আল্লাহ ব্যতী যার উপাসনা করে থাক তা থেকে মুক্ত, আমরা তোমাদেরকে অস্বীকার করলাম। আর আমাদের মাঝে ও তোমাদের মাঝে শত্রুতা ও বৈরীতার সূচনা হলো যে পর্যন্ত তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান না আনবে। (সূরাহ্ মুমতাহিনাহ্ ঃ ৪) (সম্পাদক)

(২) দলীল ঃ
আল্লাহ বলেন,

« ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم امنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا -

পঞ্চম ঃ যে ব্যক্তি রাসূলের (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আনীত কোন বিধানকে অপছন্দ করল সে কুফরী করল–যদিও সে ওটি নিজে আমল করে।[১]

ষষ্ঠ ঃ যে ব্যক্তি রাসূলের (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দ্বীনের কোন কিছুকে অথবা ছওয়াব অথবা 'আযাব নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করল সে কুফরী করল।

এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী ঃ

قُلْ أَبِاللّٰهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُوْلِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُوْنَ – لاَ تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ

وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا» (سورة النساء : ٦٠-٦١)

"আপনি কি ওদেরকে দেখেননি যারা এ দাবী করে যে, আপনার নিকট এবং আপনার পূর্বে যা নাযিল করা হয়েছে তার প্রতি তারা ঈমান এনেছে তদুপরি তারা ত্বাগূতের নিকট বিচার কামনা করে অথচ তাদেরকে তা অস্বীকার করতে বলা হয়েছে। আর শয়তান চাই তাদেরকে দূরতম ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত করতে। যখন তাদেরকে বলা হয় আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার দিকে ও রসূলের দিকে এসো, তখন মুনাফিকদেরকে দেখে থাকবেন তারা আপনার থেকে চরমভাবে বিমুখ হচ্ছে। (সূরাহ্ নিসা ঃ ৬০–৬১)

আল্লাহ আরো বলেন ঃ

« أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون » (المائدة : ٥٠)

"তারা কি জাহিলিয়্যাতের বিধান কামনা করে, বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহর চেয়ে আর কে উত্তম বিধান দানকারী রয়েছে। (মায়েদাহ ঃ ৫০) (সম্পাদক)

(১) দলীল ঃ

আল্লাহ বলেন,

ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم (محمد : ٢٨)

"তা এজন্য যে, তারা আল্লাহকে নারোশকারী বিষয়ের অনুসরণ করেছে এবং তাকে সন্তুষ্টকারী বিষয়কে ঘৃণা করেছে, যার ফলে তাদের আমলসমূহ ধ্বংস করে দিয়েছেন। (সূরাহ মুহাম্মাদ ঃ ২৮) (সম্পাদক)

بَعْدَ إِيمَانِكُمْ (التوبة : ٦٥-٦٦)

অর্থ ঃ "বলুন, তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর নির্দশনসমূহ এবং তাঁর রাসূলকে নিয়ে ঠাট্টা করছিলে ? ওযর কর না। তোমরা ঈমান আনার পর কাফির হয়ে গেছ।" (তাওবাহ্ ঃ ৬৫-৬৬)

সপ্তম ঃ যাদু। এর মধ্যে রয়েছে। ভেলকিবাজী এবং ভালবাসা সৃষ্টি করে বলে কথিত রিং। যে ব্যক্তি এ কাজ করল অথবা এতে সন্তুষ্ট হল সে কুফরী করল। এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী ঃ

وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ (البقرة : ١٠٢)

"তারা দু'জন কাউকে শিক্ষা দেয় না যতক্ষণ না তারা বলে আমরা পরীক্ষা বৈ আর কিছু নই অতএব, কুফরী কর না।" (বাকারাহ ঃ ১০২)

অষ্টম ঃ মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের সাহায্য করা।

এর প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহর বাণী ঃ

وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (المائدة: ٥١)

অর্থ ঃ "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত। নিশ্চয় আল্লাহ যালিম জাতিকে হেদায়েত করেন না।" (সূরাহ মায়িদাহ ঃ ৫১)

নবম ঃ যে ব্যক্তি মনে করে যে, কিছু লোক মুহাম্মদের শরীয়ত থেকে বের হতে পারে, যেমন, খিযির মূসার (আঃ) শরীয়ত থেকে বের হয়েছিলেন–সে কাফির।(১)

দশম ঃ আল্লাহর দ্বীন থেকে বিমুখ হওয়া। দ্বীন শিখে না আমলও করে না।

---

(১) দলীল ঃ

আল্লাহ বলেন, «إِنَّ الدين عند الله الإسلام» (آل عمران : ١٩)

নিশ্চয় আল্লাহর নিকট মনোনিত দ্বীন হলো ইসলাম। (আল ইমরান ঃ ১৯)

এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী ঃ

«وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِيْنَ مُنْتَقِمُوْنَ» (السجدة : ٢٢)

অর্থ ঃ "যে ব্যক্তিকে তার প্রভুর আয়াতসমূহ দিয়ে উপদেশ দেয়া হয়েছে অতঃপর সে তা থেকে বিমুখ হয়েছে তার চেয়ে বড় যালিম কে ? নিশ্চয় আমি অপরাধীদের নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণকারী।" (সাজদাহ ঃ ২২)

এ সব ইসলাম বিনষ্টকারী বিষয়ের ক্ষেত্রে অবহেলাকারী বা ভারত্বপূর্ণ বা ভয় প্রভাবিতর মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই। তবে যে ব্যক্তি নিরুপায় ও বাধ্য তার কথা ভিন্ন। এগুলো সবই অত্যন্ত ভয়ানহ এবং সচরাচরই ঘটে থাকে। মুসলমানের উচিত এগুলোকে ভয় করে চলা। যে সব কাজ আল্লাহর ক্রোধ এবং তাঁর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিকে অপরিহার্য করে দেয় সেগুলো থেকে আমরা আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।

অন্যত্র বলেন,

« ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين» (آل عمران : ٨٥)

"যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম সন্ধান করবে কখনকালেও তার থেকে তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (আলু ইমরান ঃ ৮৫)

« قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الامة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بي وبما ارسلت به إلا كان من أصحاب النار» (رواه مسلم)

"রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঐ সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ নিহিত রয়েছে, এই উম্মাতের ইহুদী হোক আর খ্রিস্টান হোক আমার সম্পর্কে শোনার পর যদি আমার প্রতি এবং আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি তার প্রতি ঈমান না এনে মৃত্যু বরণ করে তবে অবশ্যই সে জাহান্নামের অধিবাসীদের মধ্যে গণ্য হবে। (মুসলিম) (সম্পাদক)

তাওহীদ তিন প্রকার ঃ

প্রথম ঃ রুবূবিয়্যাহ বা প্রভুত্বের তাওহীদ[১] ঃ আল্লাহর রাসূলের (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যুগের কাফিররা এটিকেই স্বীকার করেছিল কিন্তু এটি তাদের ইসলামে প্রবেশ করায়নি। আল্লাহর রাসূল তাদের সাথে লড়াই করেছেন। তাদের রক্ত এবং সম্পদকে হালাল জেনেছেন।

এ তাওহীদের প্রমাণ ঃ

« قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَ» (يونس : ٣١)

অর্থ ঃ "বল, কে তোমাদের আকাশ ও পৃথিবী থেকে জীবিকা দান করে। শ্রবন ও দর্শনের মালিক কে ? কে মৃত থেকে জীবিতকে বের করে এবং জীবিত থেকে মৃতকে বের করে। আর কে বিষয়ের তদারকি করে ? তখন তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ। অতএব, বল, তোমরা কি সংযমী হবে না ?" এ বিষয়ে অনেক আয়াত রয়েছে। (সূরাহ্ ইউনুস ঃ ৩১)

---

(১) তা হচ্ছে আল্লাহর কৃতকর্মে তাকে একক বিশ্বাস করা যেমন সৃষ্টি, রিযক্ব দান, জীবন দান, মৃত্যু দান, সমগ্র রাজ্য ও বিষয়াদি পরিচালনা করা ইত্যাদি। (আকীদাহ্ নির্দেশিকা) (সম্পাদক)

(২) তা হচ্ছে এই যে, যে সকল কাজের (ইবাদাত ও আমলের) জন্য আল্লাহ বান্দাহদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাতে তার একত্ববাদ প্রতিষ্ঠিত করা, যেমন, ছলাত, ছওম, পশু জবাই (কুরবানী) মান্নত-মানসা, সাহায্য চাওয়া সহ অপরাপর ইবাদত সমূহ। অর্থাৎ সকল প্রকার এবাদত কেবল মাত্র আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা। যে ব্যক্তি কোন এক

দ্বিতীয় ঃ উলুহিয়্যাহ বা ইবাদতে তাওহীদ[২] ঃ

এ ক্ষেত্রেই সে যুগে এবং এ যুগে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। এটি হচ্ছে বান্দার কাজের মাধ্যমে আল্লাহকে এক ও একক বলে মানা। যেমন, দু'আ, নযর-নিয়ায, কুরবানী, আশা, ভয়, ভরসা, অনুরাগ, বিরাগ, আনুগত্য। এগুলোর প্রত্যেকটি প্রকারের সপক্ষে কুরআন থেকে প্রমাণ রয়েছে।

তৃতীয় ঃ তাওহীদুল আসমা ওয়াছ ছিফাত বা নামসমূহ ও গুণাবলীর তাওহীদ [১]। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

« قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ – اَللّٰهُ الصَّمَدُ – لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ – وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ» (سورة الإخلاص)

অর্থ ঃ "বল, আল্লাহ এক। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কারো ঔরসে জন্মও নেননি। তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।" (সূরা ইখলাছ)

তিনি আরো বলেছেন,

«وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا وَذَرُوْا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْ أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ» (الاعراف : ١٨٠)

অর্থ ঃ আল্লাহর উত্তম নামসমূহ রয়েছে। অতএব, তোমরা তাঁকে এসব

প্রকারের এবাদত আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য সাব্যস্ত করবে, চাই তিনি নবী হউন, চাই তিনি ফেরেশতা হউন, চাই কোন অলী দরবেশ হউন সে কাফির মুশরিকে পরিণত হবে। (সম্পাদক)

(১) তা হচ্ছে এই যে, কুরআন ও সুন্নাহতে আল্লাহর যে সমস্ত নাম ও গুণাবলী উল্লেখিত হয়েছে সেগুলোকে কোন বিক্রিতি, বিলুপ্তি, ধরণ পদ্ধতি, অপব্যাখ্যা ও তুলনা উপমা ছাড়া বিশ্বাস ও সাব্যস্ত করা। চাই গুণাবলীগুলো আচরণগত হোক চাই সত্ত্বাগত। যেমন আরশে অধিষ্ঠিত হওয়া, কথা বলা, ভালবাসা, রাগ করা, হাসা, আল্লাহর হাত, পা, চেহারা, চক্ষু, মুষ্ঠি, আকার আকৃতি ইত্যাদি। (সম্পাদক)

নামের অসীলায় ডাক। আর তাদেরকে বর্জন কর, যারা তাঁর নামের ব্যাপারে বাঁকা পথে চলে (বিকৃতি ঘটিয়ে)। তারা নিজেদের কৃতকর্মের ফল অবশ্যই পাবে। (সূরাহ আ'রাফ ঃ ১৮০)

আল্লাহ আরো বলেছেন,

«لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ» (الشورى : ١١)

অর্থ ঃ "তাঁর মতো কোন কিছু নেই আর তিনি সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা।" (সূরাহ শূরা ঃ ১১)

তাওহীদের বিপরীত শির্ক*

এটি তিন প্রকার ঃ বড় শির্ক, ছোট শির্ক, এবং গুপ্ত শির্ক।

আল্লাহ বড় শির্ক ক্ষমা করেন না। শির্ক মিশ্রিত কোন নেক আমল কবূল করেন না। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

«إِنَّ اللّٰهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيْدًا» (النساء : ١١٦)

অর্থ ঃ "নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শির্ক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না তবে এর চেয়ে নিম্নপর্যায়ের অপরাধ যাকে ইচ্ছে ক্ষমা করেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শির্ক করল সে সুদূর ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হল।" (সূরাহ নিসা ঃ ১১৬)

আল্লাহ আরো বলেছেন,

«وَقَالَ الْمَسِيْحُ يَا بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ اعْبُدُوْا اللّٰهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ أَنْصَارٍ» (المائدة : ٧٢)

---

* আল্লাহর রুবুবিয়াত, উলুহিয়াত এবং নাম ও গুণাবলীর কিছু অংশ কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে শরীক বিশ্বাস বা সাব্যস্ত করা। (সম্পাদক)

অর্থ ঃ "আর মসীহ বলেছেন, হে বনী ইসরাঈল, ইবাদত কর আল্লাহর যিনি আমার প্রতিপালক এবং তোমাদের প্রতিপালক। যে আল্লাহর সাথে শরীক সাব্যস্ত করবে আল্লাহ তার জন্যে জান্নাতকে হারাম করে দিবেন। আর তার আশ্রয়স্থল জাহান্নাম। যালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই।" (সূরাহ ঃ মায়িদাহ ঃ ৭২)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন,

«وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا» (الفرقان : ٢٣)

অর্থ ঃ "আমি তাদের কৃতকর্মের প্রতি মনোনিবেশ করব, অতঃপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণারূপ করে দেব।" (সূরাহ ফুরক্বান ঃ ২৩)

তিনি আরো বলেছেন,

«لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ» (الزمر : ٦٥)

অর্থ ঃ "তুমি যদি শিরক কর তাহলে অবশ্যই তোমার আমল বাতিল হয়ে যাবে এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।" (সূরাহ যুমার ঃ ৬৫)

তিনি আরও বলেছেন,

« وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» (الانعام : ٨٨)

অর্থ ঃ "তারা যদি শিরক করে তাহলে তারা যে আমল করত সেটি অবশ্যই বাতিল হয়ে যাবে।" (সূরাহ আন্আম ঃ ৮৮)

বড় শির্ক চার প্রকার

প্রথম প্রকার ঃ দাওয়াতে বা আহ্বানে শির্কঃ এর প্রমাণ আল্লাহর বাণীঃ

«فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ» (العنكبوت : ٦٥)

অর্থ ঃ "যখন তারা নৌকায় আরোহন করে তখন একনিষ্ঠচিত্তে

আল্লাহকে ডাকে। অতঃপর তিনি যখন, তাদের মুক্তি দিয়ে ডাঙ্গায় নিয়ে যান তখনই তারা শির্ক করে।" (সূরাহ্ আনকাবূত ঃ ৬৫)

দ্বিতীয় প্রকার ঃ নীয়ত, ইচ্ছা ও সংকল্পে শির্ক ঃ এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী ঃ

« مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لاَ يُبْخَسُوْنَ أُولَئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوْا فِيْهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ» (هود : ١٥-١٦)

অর্থ ঃ "যে ব্যক্তি পার্থিব জীবন ও তার চাকচিক্যই কামনা করে, আমি দুনিয়াতেই তাদেরকে পুরোপুরিভাবে তাদের আমলের প্রতিফল ভোগ করিয়ে দেব এবং তাতে তাদের প্রতি কিছুমাত্র কমতি করা হবে না। এরাই হ'ল সেসব লোক আখিরাতে যাদের জন্যে আগুন ছাড়া আর কিছুই নেই। তারা এখানে যা কিছু করেছিল সবই বরবাদ হয়ে গেছে, আর যা কিছু উপার্জন করেছিল সবই বাতিল বলে গণ্য।" (সূরাহ্ হূদ ঃ ১৫-১৬)

তৃতীয় প্রকার ঃ আনুগত্যে শির্ক ঃ এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী ঃ

« إِتَّخَذُوْا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوْا إِلاَّ لِيَعْبُدُوْا إِلَهًا وَّاحِدًا لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ» (التوبة : ٣١)

অর্থ ঃ "তারা তাদের পণ্ডিত ও সংসার বিরাগী আলেমদিগকে তাদের প্রতিপালক রূপে গ্রহণ করেছে আল্লাহ ব্যতীত এবং মরিয়মের পুত্র মসীহ্কেও। অথচ তারা আদিষ্ট ছিল মাত্র একজন উপাস্যের (আল্লাহর) ইবাদতের জন্য। তিনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। তারা যার সাথে তাঁর শরীক সাব্যস্ত করে, তা থেকে তিনি পবিত্র। (সূরাহ্ তাওবাহ ঃ ৩১)

এ আয়াতের সঠিক তাফসীর হচ্ছে, নাফরমানী ও অবাধ্যতার কাজে আলিম ও 'আবিদদের (ইবাদতকারীদের) আনুগত্য করা; তাদের ডাকাই শুধু উদ্দেশ্য নয়। যেমনটি মহানবী (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আদী বিন হাতিম কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হওয়ার ফলে ব্যাখ্যা করেছেন। আদী বলেছিলেন, "আমরা তাদের ইবাদত করতাম না। তিনি তাকে বললেন যে, তাদের ইবাদত হচ্ছে অবাধ্যতার কাজে তাদের আনুগত্য করা।

চতুর্থ প্রকার ঃ মুহব্বত বা ভালবাসায় শির্‌ক ঃ এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী ঃ

« وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ أَنْدَادًا يُحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ»

(البقرة : ١٦٥)

অর্থ ঃ "মানুষের মধ্যে কিছু মানুষ আল্লাহকে বাদ দিয়ে (অন্যদের) সমকক্ষ বলে ধারণ করে তারা তাদেরকে আল্লাহর ভালবাসার মতোই ভালবাসে।" (সূরাহ্ বাক্বারাহ ঃ ১৬৫)

শিরকের দ্বিতীয় প্রকার

ছোট শির্‌ক। এটি হচ্ছে রিয়া বা লোক দেখানোর ইচ্ছা।

এর প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহর বাণী ঃ

«فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا» (الكهف : ١١٠)

অর্থ ঃ "যে ব্যক্তি তার প্রভুর সাথে সাক্ষাৎ করার আশা রাখে সে যেন সৎ কাজ করে এবং তার প্রভুর ইবাদতে কাউকে শরীক না করে।" (সূরাহ কাহাফ ঃ ১১০)

শির্‌কের তৃতীয় প্রকার

গুপ্ত বা সুক্ষ্ম শির্‌ক ঃ এর প্রমাণ মহানবীর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাণী ঃ

« الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على صفاة سوداء في ظلمة الليل» (صحيح الجامع الصغير ٢٣٣/٣)

অর্থ ঃ "এ উম্মতের শির্‌ক রাতের আঁধারে কালো পাথরের উপর কালো পিঁপড়ের পদচারণার চেয়েও গুপ্ত বা সুক্ষ্ম।" (ছীহুল জামে আছ্‌ছগীর ৩/২৩৩)

এর কাফ্‌ফারাহ্‌ হচ্ছে মহানবীর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাণীঃ

« اللهم إني أعوذبك أن أشرك بك شيئًا وأنا أعلم وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم» (صحيح الجامع الصغير ٢٣٣/٣)

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ, নিশ্চয় আমি জ্ঞাতসারে তোমার সাথে কোন কিছুকে শরীক করা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং না জেনে করা পাপের জন্য তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।" (ছহীহুল জামে সগীর ৩/২৩৩)

কুফ্‌র দু'প্রকার

প্রথম ঃ এমন কুফ্‌র যা মুসলিম মিল্লাত থেকে বের করে দেয়। এটি পাঁচ প্রকার ঃ

এক ঃ মিথ্যা আরোপ করার কুফ্‌র। এর প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহর বাণী ঃ

« وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ» (العنكبوت : ٦٨)

অর্থ ঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে অথবা তার নিকট সত্য আসার পরও সেটিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে তার চেয়ে বড় যালিম আর কে আছে ? কাফিরদের জন্যেকি জাহান্নাম বাসস্থান নয় ? (সূরাহ আনকাবূত ৬৮)

দুইঃ সত্য বলে মেনে নেয়ার পরও অহংকার এবং অস্বীকার জনিত কুফ্‌র।

এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী ঃ

«وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوْا لِآدَمَ فَسَجَدُوْا إِلاَّ إِبْلِيْسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ» (البقرة : ٣٤)

অর্থ ঃ "আর স্মরণ কর ঐ সময়ের কথা যখন আমি ফেরেশ্‌তাদের উদ্দেশ্যে বললাম, তোমরা আদমকে সাজদাহ কর, তখন তারা সাজদাহ করল, তবে ইবলীস অস্বীকার করল এবং অহংকার করল। আর সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।" (সূরাহ বাকারাহ ঃ ৩৪)

তিন ঃ সন্দেহ জনিত কুফ্‌র। এটি হচ্ছে ধারণা সম্পর্কিত কুফ্‌র। এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী ঃ

«وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيْدَ هَذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُّ إِلَى رَبِّيْ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِيْ خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلاً لَكِنَّا هُوَ اللهُ رَبِّيْ وَلاَ أُشْرِكُ بِرَبِّيْ أَحَدًا» (الكهف : ٣٨-٣٥)

অর্থ ঃ " আর নিজের প্রতি যুলুম করে সে তার বাগানে প্রবেশ করল। সে বলল ঃ আমার মনে হয় না যে, এ বাগান কখনো ধ্বংস হয়ে যাবে। এবং আমি মনে করি না যে, কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে। আর যদি কখনো আমার পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তিত হই, তবে সেখানে এর চেয়ে উৎকৃষ্ট পাব। তার সঙ্গী তাকে বিতর্কের ছলে বলল, তুমি তাঁকে অস্বীকার করছ, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, অতঃপর বীর্য থেকে, অতঃপর পূর্ণাঙ্গ করেছেন তোমাকে মানবাকৃতিতে। কিন্তু আমি তো একথাই বলি, আল্লাহই আমার পালনকর্তা এবং আমি কাউকে আমার পালনকর্তার শরীক মানি না।" (সূরাহ্ কাহাফ ঃ ৩৫-৩৮)

চার ঃ বিমুখতা জনিত কুফ্‌র। এর প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহর বাণী ঃ

« وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَمَّا أُنْذِرُوْا مُعْرِضُوْنَ» (الاحقاف : ٣)

অর্থ ঃ "এবং যারা কুফ্‌র করে তারা যে বিষয়ে সতর্ককৃত হয় তারা তা হতে বিমুখ।" (সূরাহ্ আহক্বাফ ঃ ৩)

পাঁচ ঃ নিফাক বা কপটতা জনিত কুফ্‌র। এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী ঃ

« ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَفْقَهُوْنَ»

(المنافقون : ٣)

অর্থ ঃ এটি এ কারণে যে, তারা ঈমান এনেছে অতঃপর কুফ্‌র করেছে। অতএব, তাদের অন্তর মোহরাংকিত করা হয়েছে কাজেই তারা বুঝে না।" (সূরাহ মুনাফিকূন ঃ ৩)

দু'প্রকার কুফ্‌রের দ্বিতীয় প্রকার ঃ

এটি ছোট কুফ্‌র। এটি কাউকে মুসলিম মিল্লাত থেকে বের করে দেয় না। এটি হচ্ছে নিয়ামতের কুফ্‌র। এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী ঃ

« وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَّأْتِيْهَا رِزْقُهَا رَغَداً مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّٰهِ فَأَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُوْنَ» (النحل : ١١٢)

অর্থ ঃ "আল্লাহ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন একটি জনপদের, যা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত, তথায় প্রত্যেক জায়গা থেকে আসত প্রচুর জীবনোপকরণ। অতঃপর তারা আল্লাহর নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। তখন আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের কারণে স্বাদ আস্বাদন করালেন ক্ষুধা ও ভীতির। (সূরাহ্ নাহাল ঃ ১১২)

নিফাক (কপটতা) দু'প্রকার ঃ আকীদাহ্গত ও আমলগত

আকীদাহ্গত নিফাক ছয় প্রকার। এ শ্রেণীর মুনাফিক জাহান্নামের অতল তলের অধিবাসী ঃ

প্রথম ঃ রাসূলকে (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মিথ্যা প্রতিপন্ন করা।

দ্বিতীয় ঃ রাসূল (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আনীত ওয়াহীর কিছু অংশকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা।

তৃতীয় ঃ রাসূলের (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করা।

চতুর্থ ঃ রাসূল (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আনীত বিধানের কিছু অংশের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা।

পঞ্চম ঃ রাসূলের (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দ্বীনের অবনতিতে খুশী হওয়া।

ষষ্ঠ ঃ রাসূলের (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দ্বীনের বিজয়কে অপছন্দ করা।

আমলগত নিফাক বা কাজে-কর্মে কপটতা

আমলগত নিফাক পাঁচ প্রকার ঃ এর প্রমাণ রাসূলের (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাণী ঃ

«(آية المنافق ثلاث : إذا حدّث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان)»

(متفق عليه)

অর্থ ঃ "মুনাফিকের (কপটের) লক্ষণ তিনটি ঃ যখন কথা বলে মিথ্যা বলে। যখন অঙ্গীকার করে ভঙ্গ করে। যখন তার নিকট আমানত রাখা হয় সেটির খেয়ানত করে।" (বুখারী ও মুসলিম)

আরেকটি বর্ণনায় আছে, «وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر»

অর্থ ঃ যখন ঝগড়া করে অশ্লীল কথা বলে। যখন সন্ধি করে তা ভঙ্গ করে। (বুখারী ও মুসলিম)

তাগুতের অর্থ এবং এর প্রধান প্রধান প্রকারসমূহ

জেনে রাখুন, (আল্লাহ আপনার প্রতি দয়া বর্ষণ করুন) আল্লাহ তা'আলা আদম সন্তানের উপর প্রথম যে জিনিসটি ফরয করেছেন তা হচ্ছে ত্বাগূতকে অস্বীকার করা এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখা। এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী ঃ

« وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ أُمَّةٍ رَسُوْلاً أَنِ اعْبُدُوْا اللهَ وَاجْتَنِبُوْا الطَّاغُوْتَ»

(النحل : ٣٦)

অর্থ ঃ "আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে এ কথা বলে একজন করে রাসূল পাঠিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং ত্বাগূত থেকে বিরত থাক।" (সূরাহ্ নাহাল ঃ ৩৬)

ত্বাগূতকে অস্বীকার করার ব্যাখ্যা হচ্ছে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারোর ইবাদতকে বাতি্বল ও অন্তঃসারশূন্য বলে বিশ্বাস করা। এটি পরিত্যাগ করা। এর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা। যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারোর বা কোন কিছুর ইবাদত করে তাদের কাফির বলে বিশ্বাস করা এবং তাদেরকে শত্রু জ্ঞান করা। আল্লাহর প্রতি ঈমানের অর্থ হচ্ছে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কোন প্রকৃত উপাস্য নেই-একথা বিশ্বাস করা, আল্লাহর জন্যেই সকল প্রকার ইবাদতকে নিখাদ ও নির্ভেজাল করা, তিনি ছাড়া যত উপাস্য আছে তাদের ইবাদতকে অস্বীকার করা, মুখলিছ (একনিষ্ঠ ও নির্ভেজাল) লোকদের ভালবাসা এবং তাদের সাথে মৈত্রী স্থাপন করা। মুশরিকদের ঘৃণা করা এবং তাদের বৈরী বলে বিশ্বাস করা। এটাই হচ্ছে ইবরাহীমের ধর্ম। যারা তা থেকে বিমুখ হয়েছে তারা নিজেদের বোকা

বানিয়েছে। এ আদর্শ সম্পর্কেই আল্লাহ বলেছেন,

« قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ إِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَاؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوْا بِاللهِ وَحْدَهُ» (الممتحنة : ٤)

অর্থ ঃ "নিশ্চয় তোমাদের জন্যে ইবরাহীম ও তাঁর সঙ্গীদের জীবনে এক অনুপম আদর্শ রয়েছে। যখন তারা তাদের জাতির লোকদের বলল, নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের থেকে এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যার ইবাদত কর তা থেকে মুক্ত। আমরা তোমাদের অস্বীকার করলাম। আমাদের ও তোমাদের মাঝে সর্বদা শত্রুতা এবং ঘৃণার সূচনা হলো যতক্ষণ তোমরা একমাত্র আল্লাহর প্রতি ঈমান না আন।

(সূরাহ্ মুম্‌তাহানাহ ঃ ৪)

"তাগুত" একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। আল্লাহকে বাদ দিয়ে যে কোন উপাস্যরূপী, অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়র ইবাদত করা হয় এবং এতে সে সন্তুষ্ট থাকে তাকেই "তাগুত" বলা হয়। অনেক তাগুত আছে, তন্মধ্যে প্রধান হচ্ছে পাঁচটি।

প্রথম ঃ শয়তান– যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো বা কোন কিছুর ইবাদত করতে আহ্বান করে। এর প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহর বাণী ঃ

« أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لاَ تَعْبُدُوْا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِيْنٌ» (يس : ٦٠)

অর্থ ঃ হে আদম সন্তান, আমি কি তোমাদের বলে রাখিনি যে, তোমরা শয়তানের ইবাদত কর না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের জন্য প্রকাশ্য শত্রু।" (সূরাহ ইয়াসীন ঃ ৬০)

দ্বিতীয় ঃ আল্লাহর বিধান পরিবর্তনকারী যালিম শাসক। এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী ঃ

«أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ أَنَّهُمْ آمَنُوْا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ أَنْ يَّتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ أُمِرُوْا أَنْ يَّكْفُرُوْا بِهِ وَ يُرِيْدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلَالاً بَعِيْداً» (النساء : ٦٠)

অর্থ ঃ "আপনি কি তাদের দেখেননি যারা ধারণা করে যে, তারা আপনার প্রতি অবতীর্ণ এবং আপনার পূর্বে অবতীর্ণ ওয়াহীর প্রতি ঈমান এনেছে। তারা তাগুতকে বিচারক বলে মানতে চায়। অথচ তাদের সেটিকে অস্বীকার করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর শয়তান তাদের সুদূর ভ্রান্তিতে ফেলতে চায়।" (সূরাহ নিসা ৬০)

তৃতীয় ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে অন্য কোন বিধান অনুযায়ী শাসন করে। (১)

এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী ঃ

---

(১) এ বিষয়টি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ

قال على بن ابي طلحة عن ابن عباس قوله : «ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون» قال من جحد ما أنزل الله فقد كفر ومن أقربه فهو ظالم فاسق» وعن طاؤس عن عباس في قوله : ومن لم يحكم بما أنزل الله ....» قال ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، رواه الحاكم في مستدركه من حديث سفيان بن عيينه وقال صحيح علي شرط الشيخين ولم يخرجاه، (انظرا بن كثير ٨٥-٨٦)

আলী বিন ত্বালহাহ্ ইবনু আব্বাস থেকে বর্ণনা করে বলেন, আল্লাহর বাণী ঃ যারা আল্লাহর অবতীর্ণ করা বিধান ব্যতীত অন্য বিধান দ্বারা শাসন করে তারা কাফির" এর মর্ম হচ্ছে যারা আল্লাহর অবতীর্ণ বিধানকে অস্বীকার বশতঃ বর্জন করে তারা কাফির।

وَمَن لَم يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (المائدة : ٤٤)

অর্থ ঃ "যারা আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান অনুযায়ী শাসন করল না তারাই কাফির।" (সূরাহ মায়িদাহ ঃ ৪৪)

চতুর্থ ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহকে বাদ দিয়ে গুপ্ত জ্ঞানের দাবী করে। এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী ঃ

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلاَّ مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُوْلٍ فَإِنَّهُ

يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا (الجن : ٢٦)

অর্থ ঃ "তিনি অদৃশ্যের জ্ঞানী। পরন্তু তিনি অদৃশ্য বিষয় কারও নিকট প্রকাশ করেন না তাঁর মনোনীত রাসূল ব্যতীত। তখন তিনি তার অগ্রে ও

কিন্তু আল্লাহর বিধানকে যথাযোগ্য স্বীকার করার পর যদি তা দ্বারা শাসন না করে তবে যালিম ও ফাসিক। ত্বা'উস ইবনু আব্বাস থেকে উল্লেখিত আয়াত প্রসঙ্গে বর্ণনা করে বলেন যে, আয়াতে উল্লিখিত "কুফর" বলতে তোমরা যা মনে করে থাকো তা নয়। এ বর্ণনাটি হাকিমও উদ্ধৃত করেছেন তার মুসতাদরাক গ্রন্থে সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ্'র বরাতে এবং বুখারী মুসলিমের শর্তানুযায়ী ছহীহ বলেছেন। (ইবনু কাসীর ২/৮৫/৮৬)

উক্ত আয়াত ও তারা তাফসীরের আলোকে আলিমগণ আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান ব্যতীত শাসনের চার পাঁচটি অবস্থা উল্লেখ করেছেন, (১) যে ব্যক্তি মানব রচিত বিধানকে আল্লাহর বিধানের চেয়ে উত্তম ও উপযোগী মনে করবে সেস প্রকৃত কাফির (২) যে ব্যক্তি উভয় প্রকার বিধানকে সমান ভাবে বৈধ মনে করবে সে প্রকৃত কাফির (৩) যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধানকে উত্তম বিশ্বাস করতঃ মানব রচিত বিধান দ্বারা শাসন করা বৈধ মনে করে সেও প্রকৃত কাফির (৪) যে ব্যক্তি মানব রচিত বিধানকেই আল্লাহর বিধান বলে দাবী করবে সেও প্রকৃত কাফির (৫) যে ব্যক্তি এ বিশ্বাস করে যে, আল্লাহর বিধান দ্বারা শাসন করাই উত্তম ও কর্তব্য এবং মানব রচিত বিধান দ্বারা শাসন করা অবৈধ ও বর্জনীয় কিন্তু পরিবেশ পারিপার্শিকতার চাপের মুখে তা বাস্তবায়ন করতে পারেনা। এ ব্যক্তি ছোট ও অপ্রকৃত কাফির। এর মাধ্যমে সে ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত হবে না। (দেখুন আল-উরওয়াতুল উছক্বা ১৬৭-১৬৮) (সম্পাদক)